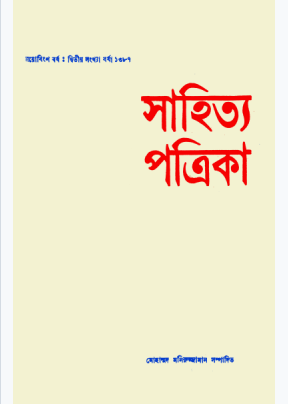

Vol. 23 | No. 2 | 1980

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

দর্শন ও মনোবিদ্যা পরিভাষা-কোষ

Volume	23
Issue	2
Year	1980
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ
Published online	June 1, 1980
DOI	10.62328/sp.v23i2.5
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v23i2.5
Pages	228-230
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

গ্রন্থ-পরিচয়

দর্শন ও মনোবিদ্যা পরিভাষা-কোষ, সাইয়েদ আবদুল হাই, বাংলা একাডেমী, ঢাকা। দাম : চল্লিশ টাকা।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের অধ্যাপক সাইয়েদ আবদুল হাই বহুদিন যাবৎ দর্শন পঠন ও পাঠনের সঙ্গে সংযুক্ত। বর্তমান গ্রন্থ প্রকাশের পূর্বে দর্শন বিষয়ক তাঁর একাধিক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, যুক্তিবিদ্যা পরিচিতি (আরোহ ও অবরোহ, ১৯৫৮), ইসলামী ভাবধারা (১৯৭০), Muslim Philosophy (1964), How children Grow (vol. I, 1952, vol. II. 1954) Iqbal : His Contributions (1968), Muslim Renaissance and Iqbal (1969), Muslim Philosophy—A Short Survey (1970), ও কান্ট : নৈতিকতার দার্শনিকতত্ত্বের মূলনীতি (১৯৭৯)। বর্তমান পরিভাষা-গ্রন্থ রচনার সূত্রপাত হয় ১৯৬০ সালে। দীর্ঘদিন বিভিন্ন পরিভাষা-গ্রন্থ সযত্নে গঠনের পর পরিভাষা গঠনের মৌল আদর্শ তিনি পরিকল্পনা করেন। লেখক পরিভাষা-গ্রন্থ রচনার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে ভূমিকায় যে মন্তব্য করেছেন নীচে তার সংক্ষিপ্ত সারাংশ উল্লেখ করা যেতে পারে।

(ক) দর্শন ও মনোবিদ্যায় ব্যবহৃত বিভিন্ন শব্দের শাখাগত পরিভাষা প্রণয়ন।

(খ) দর্শন ও মনোবিদ্যায় প্রাচীন ও আধুনিককালে ব্যবহৃত প্রধান প্রধান শব্দের অন্তর্ভুক্তি।

(গ) পরিভাষা প্রণয়নের সঙ্গে প্রধান দার্শনিক ও মনস্তত্ত্ববিদদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান।

(ঘ) অন্যান্য পরিভাষা গ্রন্থে কম গুরুত্বপ্রাপ্ত ইসলামী দর্শনে ব্যবহৃত শব্দাবলীর গুরুত্ব প্রদান।

(ঙ) প্রতীকী যুক্তিবিদ্যার অন্তর্ভুক্তি।

(চ) দর্শনের সঙ্গে মনোবিদ্যার সম্পর্কহেতু মনোবিদ্যায় ব্যবহৃত পরিভাষা সমান গুরুত্বপ্রাপ্ত।

(ছ) 'মনোবিজ্ঞানে'র পরিবর্তে 'মনোবিদ্যা' (Psychology) শব্দ গ্রহণ।

(জ) ব্যাখ্যা প্রদানের ক্ষেত্রে নিরপেক্ষ নীতি অনুসরণের প্রচেষ্টা।

(ঝ) ইংরেজি শব্দের বাংলা প্রতিরূপের ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত সহজবোধ্য শব্দ গ্রহণের মাধ্যমে তৎসম শব্দ বর্জনের প্রবণতা।

(ঞ) ইংরেজি শব্দের বাংলা উচ্চারণের প্রতিলিপিকরণ।

(ট) ইংরেজি ছাড়া অন্যান্য ভাষার শব্দের প্রতিলিপিকরণের ক্ষেত্রে ইংরেজি ও বিদেশী উচ্চারণ সংরক্ষণের প্রয়াস।

লেখকের উপরোক্ত দৃষ্টিভঙ্গী লক্ষ্য করলে পরিভাষা প্রণয়নের ক্ষেত্রে তাঁর প্রবণতা ও মানসিক চেতনা সহজেই লক্ষ্য করা যায়। আমাদের দেশে বাংলায় দর্শন ও মনোবিদ্যা সম্পর্কিত পরিভাষামূলক বিস্তৃত গ্রন্থ রচনার প্রয়াস এই প্রথম। অধ্যাপক হাই প্রণীত দর্শন ও মনোবিদ্যা সম্পর্কিত পরিভাষা ইতিপূর্বে বাংলা উন্নয়ন বোর্ডের পত্রিকা, সাহিত্য পত্রিকা ও বাংলা একাডেমী গবেষণা পত্রিকায় আংশিক প্রকাশিত হয়।

অধ্যাপক হাই ব্যবহৃত 'দর্শন' ও 'মনোবিদ্যা' উভয় পরিভাষাই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক গৃহীত ও প্রণীত। তিনি 'মনোবিজ্ঞানের' পরিবর্তে 'মনোবিদ্যা' অধিকতর যুক্তিগ্রাহ্য বলে মনে করেন। তাঁর পরিকল্পিত পরিভাষার সঙ্গে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও পশ্চিমবঙ্গ সরকার উদ্ভাসিত পরিভাষার তুলনা করলে উভয় পরিভাষার মধ্যস্থিত পার্থক্য নির্ণয় সহজসাধ্য হবে।

	অধ্যাপক হাই উদ্ভাবিত পরিভাষা	কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় উদ্ভাবিত পরিভাষা
১।	behaviour, আচরণ ; ব্যবহার	চেষ্টিত
২।	bisexual, দ্বিযৌন	উভয়লিঙ্গ
৩।	delinqueney, অবাধ্যতা ; অপরাধ-প্রবণতা ; দুষ্ক্রিয়তা।	দুষ্ক্রিয়তা।
৪।	depression, অবসাদ।	বিষণ্ণতা।
৫।	ego, অহং ; আমি ; খুদী ; সত্তা	অহম।
৬।	egoism, আত্মবাদ ; অহংবাদ ; অহংভাব।	অহমিকা।
৭।	fetichism, অন্ধবিশ্বাস ; অহেতুক মূল্য আরোপ।	বস্তুকাম ; বস্তুরতি।
৮।	fine out, চারুবিদ্যা ; চারুকলা।	ললিতকলা।
৯।	fundamental, মূল।	মৌলিক, প্রধান।
১০।	hallucination, বিভ্রান্তি, মায়া; অমূলকভ্রম-প্রত্যক্ষণ।	মায়া, অমূলক প্রত্যক্ষ।
১১।	hetero, বিষমকাম ; বিষমকামিতা ; অসমকাম।	ইতররতি।
১২।	libido, মৌলিক আকাঙ্ক্ষা ; মৌলিক কাম ; যৌনআকাঙ্ক্ষা	কামরতি।
১৩।	lust, কাম, লালসা ; লোভ।	রিরংসা।

অধ্যাপক হাই উদ্ভাবিত পরিভাষার সহজবোধ্য শব্দ ব্যবহৃত হওয়ায় অবশ্যই সর্বজনবোধ্য। কোন কোন ক্ষেত্রে এই রীতির ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায়। যেমন, Complex-জাটিল্য। অনেকক্ষেত্রে তিনি যৌনগত পরিভাষা বর্জন করেছেন। যেমন, adultery, impotence, Coitus, asexual ইত্যাদি। কোন কোন ক্ষেত্রে বাংলার সঙ্গে ইসলামী ন্যায়শাস্ত্রের পরিভাষাও সংযুক্ত। যেমন, ego শব্দের পরিভাষা 'অহং, আমি ; সত্তা, খুদী' অধ্যাপক হাই পরিভাষা উদ্ভাবনে কতখানি সার্থক হয়েছেন তা দেখানোর জন্যে একটি শব্দের পরিভাষার তুলনামূলক বিচার করা যায়। Fetichism শব্দের পরিভাষা অধ্যাপক হাই-এর মতে 'অন্ধবিশ্বাস ; 'অহেতুক মূল্য আরোপ' এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

উদ্ভাবিত পরিভাষায় এই শব্দ 'বস্তুকাম' বা 'বস্তুরতি' রূপে গৃহীত। নীচে দু'টি অভিধান থেকে এই পরিভাষার যে অর্থ দেওয়া আছে এখানে তা উদ্ধৃত করা হল।

ক. the veneration of imaginative objects believed to have magic power pathological condition in which sexual arousal and gratification is induced by handling objects or nonsexual parts of the body belonging to a member of the opposite sex. Fetishes are typically articles of clothing (stockings, lingerie, etc.). handkerchiefs, the hair, or the feet. James P. Chaplan, *Dictionary of Psychology*, New York : 1970. P. 183.

খ. Superstitions belief in a worship of fetishes. Excessive or irrational Cultivation of or devotion to something or sexual stimulation produced by on object that is not in itself erotic. *The Reader's Digest Great Encyclopedic Dictionary*, New York; 1967. P 492.

'দর্শন ও মনোবিদ্যা পরিভাষা'র পরিভাষা অসম্পর্কিত দু'একটি ভ্রান্তি সম্পর্কে উল্লেখ করা যায়। প্রথমত, বিদেশী বানানের ক্ষেত্রে 'ণ' ব্যবহার। যেমন, 'থর্ণ ডাইক'। প্রচলিত নিয়মানুসারে এই বানান 'থর্নডাইক' লিখলে কোন অসুবিধে হত না। দ্বিতীয়তঃ ইংরেজ ব্যতীত অন্যান্য ভাষাভাষীর বিশেষ্য নামের ক্ষেত্রে ইংরেজি উচ্চারণ অনুসৃত হওয়ায় অনেককেত্রে উচ্চারণগত বিশুদ্ধতা সংরক্ষিত হয়নি। যেমন,—Pierre-পিয়ারে। শব্দটির উচ্চারণ আন্তর্জাতিক ধ্বনিতাত্ত্বিক বর্ণমালার সাহায্যে লিখলে হবে :

> Pyer (*Laroussees French-English, English-French Dictionary*, Marguerite-Marie Dubois, Denes J. Keen, Barbara Shuey eds.), New York 1967 (64th Printing), P 183। অথবা আরো বিজ্ঞানসম্মত উচ্চারণ P J ϵ : r (The New Cassell's French Dictionary, Denis Girard, New York 1967, P 562) বাংলায় 'পিয়ের' অথবা 'প্যের' লেখা যেতে পারে।

অধ্যাপক হাই উদ্ভাবিত পরিভাষা গ্রন্থে প্রচলিত সহজ শব্দগুলির সাহায্যে পরিভাষা প্রণয়ন ছাড়াও প্রসঙ্গক্রমে বিভিন্ন দার্শনিক সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত পরিচয় অন্তর্ভুক্ত। পরিভাষা গ্রন্থে এই অংশ সাধারণভাবে অন্তর্ভুক্ত না হলেও তিনি শুধুমাত্র দার্শনিকদের নাম অন্তর্ভুক্তির পরিবর্তে জীবনাদর্শ আলোচনার সাহায্যে বিষয়ের বিস্তৃতিসাধন করেছেন। পরিভাষা গ্রন্থের সর্বত্রই লেখকের পরিশ্রম ও নিষ্ঠাবোধের পরিচয় মুদ্রিত। শৃঙ্খলিত বিন্যাসপদ্ধতির সাহায্যে তিনি যে পরিভাষা উদ্ভাবন করেছেন, অনেকের কাছে তা গ্রহণীয় হবে।

বর্তমান পরিভাষা গ্রন্থে A থেকে L পর্যন্ত শব্দাবলী অন্তর্ভুক্ত। দ্বিতীয় খণ্ডে অবশিষ্ট পরিভাষা অন্তর্ভুক্ত হবে। মূল্যবান, পরিশ্রমলব্ধ এই গ্রন্থ সর্বত্র সমাদৃত হবে, এ আশা সহজেই করা যায়।

আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ